চেকার

স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান কাগজের পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করলেন বামাচরণ তার এক মাত্র কন্যা সোনালীর জন্য। ছেলে অনার্স গ্রাজুয়েট, সুদর্শন, ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, রেলে কর্মরত। মাস মাহিনা পনের হাজার টাকা।

ফোন করে দিন ঠিক করার পর রবিবার তিনি ও তাঁর শ্যালক নিরাপদ হাজির হলেন গলসীর ভগবতীবাবুর বাড়ি। ভগবতীবাবুর বিধবা পত্নী যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন সহকারে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বিকাশ তাদের একমাত্র পুত্র। চাকরী করতেন। দোতলা বাড়ি। গৃহস্থের সংসার। বেশ কিছু জমিজমাও আছে। ছেলের ফটো দেখলেন। ফটো দেখে পছন্দ হল।

বাড়ি এসে স্ত্রীকে জানালেন, 'স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের ছোট সংসার। ছেলেটির ফটো দেখে মনে হল দেখতেও ভাল। বলে এলাম, তাঁদের একদিন মেয়ে দেখতে আসার জন্য।'

পরের দিন সোমবার বামাচরণবাবু খেয়ে দেয়ে অফিস বেরোলেন। প্রতিদিনের মত ৮টা ৫০ মিনিটের কাটোয়া লোকাল ধরবেন। স্টেশনে পৌঁছে দেখলেন টিকিট কাউন্টারে বেশ ভীড়। আগের দিন তাঁর মান্থলী টিকিট শেষ হয়েছে। ভাবলেন ফেরার সময় কেটে নেবেন।

হাওড়া স্টেশনের ২নং প্লাটফর্ম থেকে বেরনোর সময় গেটের টিকিট চেকার বললেন, 'টিকিট'।

বামারচণবাবু বললেন, 'মান্থলী।

'একটু দেখান'।

বামাচরণবাবু পকেট থেকে টিকিট বার করে দেখালেন।

একি! টিকিট তো আপনার কাল শেষ হয়ে গেছে। আপনার ফাইন লাগবে পঞ্চশ চাকা। তার সঙ্গে ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া অবধি ভাড়া।

বামাচরণবাবু চেকারকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তিনি ডেলি প্যাসেঞ্জার মানুষ আজই ফেরার পথে টিকিট কাটবেন। অফিসে দেরী হওয়ার ভয়ে টিকিট সকালে না কেটে ট্রেনে উঠে পড়েছেন।

চেকারবাবু কথাই শুনতে চান না। তাঁকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্যান্য যাত্রীদের দিকে মনোযোগ দিলেন। লজ্জায় বামাচরণবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। সারামুখ ঘর্মাক্ত।

চেকারবাবু হাতের কাজ সেরে বামাচরণবাবুকে এসে বল্লেন, ''ঠিক আছে ফাইন সমেত অত টাকা না দিতে পারেন অন্ততঃ ৩০ টাকা দিন।''

বামাচরণবাবু চেকারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। মুখটা খুব চেনা লাগছে। মনে পড়ে গেল কতকাল গলসীতে দেখা ঐ ছবির সঙ্গে হুবহু এক। কালো কোটের ওপর ছোট্ট প্লাস্টিকের ফলকে লেখা 'বিকাশ রায়'। চেকারের হাতে ৩০ টাকা দিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে একখানি পোস্টকার্ড কিনে দু লাইন লিখে দিলেন, 'মাননীয়া মহাশয়, আপনার পুত্র অত্যন্ত লোভী অর্থ পিশাচ। এখানে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সামান্য ৩০ টাকার লোভ যে সামলাতে পারে না তার হাতে কন্যা সম্প্রদান করা আমার কাছে আত্মহত্যার সামিল। নমস্কারান্তে ইতি বামাচরণ চক্রবর্তী চিঠিখানি পড়ে বিকাশের মাথা হেঁট। ভবিষ্যতে সে আর কখনও ঘুষ নেয় নি।

ভাই ফোঁটা

জগন্নাথ কোলে

ব্রতীনরা মোট পাঁচজন; একভাই ও চারবোন। বাবা আগেই গত হলেও মা গত হয়েছেন বছর দুই আগে ছোট বোনের বিয়ের পর-পরই। না- এখনও ব্রতীন বিয়ে করার সময় পায়নি। চাষ-বাস, সংসারের চাপে সে বেশ ক্লিষ্ট। তবুও বেঁচে থাকা লোক- লৌকিকতার চাপ সামলে। এ্যাতো ঝামেলা সহ্য করাও মুশকিল। বোনেদের বাড়ী, পিসীবাড়ী, মামাবাড়ীতো আছেই; এছাড়াও প্রতিবেশী বা বন্ধু - বান্ধবদের সাথে লোক- লৌকিকতার সম্পর্ক। সুতরাং...। পূজা - আচ্চার ব্যাপারতো আছেই বারবার।

আজ ভাইফোঁটা। গতকাল থেকে এসেছে চারবোন, ভগ্নীপতি, ভাগনা, ভাগনীরা। বাড়ীটা যেন গম্-গম্ করছে সব সময়।

সকালে চায়ের আসরে সেজ ভগ্নীপতি দুম করে বলে বসল- ''আপনি আমাকে বরপণ কম দিয়েছেন সকলের তুলনায়, অতএব বাকী টাকা আমাকে মিটিয়ে দিন- নতুবা - আপনার বোনের ভাগের পাঁচ বিঘা জমি এখনই দিতে হবে। আপনি যেহেতু বিয়ে করেননি, আপনাদের পৈতৃক জমি আমরাই তো পাব''।

অবাক ব্রতীন— ''শোন ভায়া, সকলের প্রতিই যথা কর্তব্য আমি করছি। সাধ্যমত খরচ - খরচা করে বোনেদের বিয়েও দিয়েছি, তবে বাকী বকেয়ার মধ্যে আমি নেই। পৈতৃক জমি মাত্র পাঁচ বিঘা- তার থেকে এক বিঘা তুমি আজই নিতে পার। বাকি কুড়ি বিঘা জমি আমার ভিক্ষেমা আমাকে দান করেছেন শর্তসাপেক্ষে তাঁর শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির, কালীমন্দিরের দায়িত্ব আমাকে বংশ পরম্পরায় পালন করতে হবে। তা একটি সুসংবাদ দিই— ভিক্ষামা ঠিকঠাক করেছেন, সামনের মাসে আমার বিয়ে, সকলেই আবার এসো ঐ সময়'' আশ্চর্য! বোন- ভগ্নীপতিদের মুখ চোখ যেন থম্ থম্ করছে... ইতি - উতি - গুঞ্জন— ''সাঁইত্রিশ-এর বুড়োর শখ কত। এই বয়সে...ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'' যাইহোক, কোনরকমে ভাঁইফোঁটার পর্ব শেষ হোল। দুপুরেই ঘর শূন্য!!!